সিভকা-বুর্কা

সিভকা-বুর্কা

রুশী রূপকথা

কথক:
ম. বুলাতভ
ছবি এঁকেছেন
ত. মাভ্রিনা

এক যে ছিল বুড়ো, তার তিন ছেলে। ছোটো ছেলেটিকে সবাই বলত বোকা ইভান।

বুড়ো একবার গম বুনল। ভালোই বেড়ে উঠল গম, তবে কে যেন তা দলে মুচড়ে যায়।

ছেলেদের ডেকে বুড়ো বলে:

'শোনো বাছারা, রোজ রাতে পালা করে পাহারা দাও, চোর ধরো!'

প্রথম রাত

বড়ো ছেলে গেল গম পাহারা দিতে, কিন্তু ঘুম পায় তার। বিচালির গাদায় উঠে ঘুমল সকাল পর্যন্ত।

সকালে বাড়ি এসে বলে: 'সারা রাত না ঘুমিয়ে পাহারা দিলাম! ঠাণ্ডায় জমে গেছি কিন্তু চোর দেখলাম না।'

দ্বিতীয় রাত

সেদিন গেল মেজো ছেলে, সেও সারা রাত ঘুমিয়ে কাটালে বিচালির গাদায়।

তৃতীয় রাত

আজ যাবার পালা বোকা ইভানের। কোর্তার মধ্যে পিঠে গুঁজে, দড়ি নিয়ে সে রওনা দিলে। ক্ষেতে এসে বসল একটা পাথরের ওপর। বসেই থাকে, ঘুমোয় না, পিঠে খায় আর চোরের পথ চেয়ে থাকে।

ঠিক রাত দুপুরে ক্ষেতে এল এক ঘোড়া: গায়ে তার

রুপোলী লোম, সোনালী লোম। খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরয়, কান দিয়ে আগুন।

গম খেতে শুরু করলে ঘোড়া। যত না খায়, দলে বেশি।

ইভান চুপিচুপি ঘোড়ার কাছে গিয়ে ঝট করে দড়ি পরিয়ে দিলে গলায়।

তীরবেগে ছুটল ঘোড়া, কিন্তু কিছুই হবার নয়! ইভান তার পিঠে চেপে শক্ত করে কেশর চেপে ধরেছে। তাকে পিঠে নিয়েই ঘোড়া ছোটে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে, লাফায় ঝাঁপায়, কিন্তু কিছুতেই ফেলতে পারে না ইভানকে।

তখন মিনতি শুরু করল ঘোড়া:

'আমায় ছেড়ে দে, ইভান! দুঃসময়ে সহায় হব তোর।'

ইভান বলে, 'বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু পরে তোকে পাব কোথায়?'

'চলে আসিস খোলা প্রান্তরে, ঢালাও কান্তারে, তিনবার বাহাদুরের শিস

দিয়ে ডাকবি, পালোয়ানের হাঁক দিয়ে হাঁকবি: "সিভকা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!" অমনি আমি এসে যাব।'

ঘোড়া ছেড়ে দিলে ইভান, ঘোড়াও কথা দিলে আর কখনো গম খাবে না, পায়ে দলবে না।

সকালে ঘরে এল ইভান।

'তা কী দেখলি?' জিজ্ঞেস করে ভাইয়েরা।

ইভান বলে, 'ঘোড়া ধরেছিলাম, রুপোলী লোম, সোনালী লোম।'

'কিন্তু কোথায় ঘোড়া?'

'কথা দিয়েছে আর কখনো ক্ষেতে আসবে না, তাই ছেড়ে দিয়েছি।'

ইভানের কথা ভাইয়েরা বিশ্বাস করলে না, হাসাহাসি করলে। কিন্তু সেই রাত থেকে গম ক্ষেতে আর কেউ তছনছ করে নি...

কিছু দিন বাদেই যত নগরে, যত বসতে, যত গাঁয়ে রাজা লোক পাঠালে ঢেঁড়া দিতে:

জমিদার, জায়গীরদার, চাষী, সওদাগর — সবাই এসো রাজকন্যা রূপবতী এলেনার স্বয়ম্বরে! রাজকন্যা রূপবতী এলেনা বসে থাকবেন তাঁর উঁচু চিলেকোঠার জানলায়। ঘোড়ায় চেপে যে লাফিয়ে রাজকন্যার কাছে গিয়ে তাঁর হাত থেকে জড়োয়া আঙটি ছিনিয়ে নিতে পারবে, তাকেই বিয়ে করবেন রাজকন্যা!

নির্দিষ্ট দিনটিতে রাজবাড়িতে যাবার আয়োজন করছে ভাইয়েরা; নিজেরা লাফ না দিক, অন্যের লাফ তো দেখা যাবে। বোকা ইভান কিন্তু এসে বলে:

'যা হোক একটা ঘোড়া দাও ভাই, রূপবতী এলেনাকে দেখতে যাব।'

'তুই আবার কোথায় যাবি? লোক হাসাবি নাকি? চুল্লির কাছে বসে বসে ছাই বাছ গে!'

চলে গেল ভাইয়েরা। ইভান বৌদিদের বলে:

'তবে একটা ঝুড়িই দাও, বনে গিয়ে ব্যাঙের ছাতা তুলি।'

ঝুড়ি নিয়ে চলে গেল ইভান, যেন ব্যাঙের ছাতা তুলতেই গেল।

গেল কিন্তু খোলা প্রান্তরে, ঢালাও কান্তারে। ঝোপের নিচে ঝুড়ি রেখে বাহাদুরের শিস দিয়ে ডাকল, পালোয়ানের হাঁক দিয়ে হাঁকল:

'সিভকা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

ছুটে আসে ঘোড়া — খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরয়, কান দিয়ে আগুন। ছুটে এসে ইভানের সামনে দাঁড়াল চার-পা গেঁথে।

বলে, 'কী হুকুম?'

'না, এই এই ব্যাপার।'

'তা, আমার ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে আয়!'

ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে আসতেই ইভান হয়ে উঠল এমন সুপুরুষ যে তা শোনার নয়, দেখার নয়, রূপকথাতে বলার নয়, কলম দিয়ে লেখার নয়।

সিভকার পিঠে চেপে ইভান ঘোড়া হাঁকালে সোজা শহরের দিকে।

পথেই ভাইয়েদের নাগাল ধরলে ইভান, পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল, পথের ধুলোয় ঢেকে দিল তাদের।

ঘোড়া ছ্বটিয়ে চত্বরে এসে ইভান সোজা একেবারে রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদের কাছে চত্বর একেবারে লোকে লোকারণ্য। আর একেবারে উঁচু চিলেকোঠায় জানলার কাছে বসে আছে রাজকন্যা র্পবতী এলেনা।

হাতে তার জড়োয়া আঙটির ঝলক — অমূল্য তার দাম! আর রাজকন্যা নিজে — রূপসীর মধ্যে রূপসী। রূপবতী এলেনার দিকে সবাই চেয়ে চেয়ে দেখে, কিন্তু লাফ দিতে আর কেউ সাহস পায় না — ভয় হয় ঘাড় না ভাঙে।

ইভান তখন খাড়া পেটে চাবুক কষলে সিভকা-বুর্কার... পাক খেল ঘোড়া, ডাক ছেড়ে লাফ মারল — রাজকন্যার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে বাকি রইল কেবল তিন থাক কাঠ।

লোকে একেবারে অবাক। ইভান ওদিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুট।

সবাই চেঁচামেচি করে, 'কে হে, কে লোকটা?'

ইভানের ততক্ষণে চিহ্নও নেই। দেখা গেল কোত্থেকে এল, দেখা গেল না কোথায় গেল।

শহর ছাড়িয়ে চলে গেল ইভান, খোলা মাঠে এসে নামল, বাঁ কান দিয়ে ঢুকে ডান কান দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হয়ে গেল সেই আগের বোকা ইভান। সিভকা-বুর্কাকে ছেড়ে দেয়ে সে বাড়ি ফিরল। চুল্লির তাকে বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ভাইয়েদের।

ভাইয়েরা বাড়ি এসে বৌদের গল্প করে শোনালে কী দেখল শহরে: 'জানো গিন্নি, কী বাহাদুরই না একজন এসেছিল রাজবাড়িতে! জন্মেও দেখি নি। রাজকন্যার কাছ পর্যন্ত পেঁছিতে কেবল তিন থাক কাঠ বাকি ছিল!'

চুল্লির তাকে শুয়ে শুয়ে ইভান মনে মনে হাসে:

'সে লোকটা আমি নই তো, দাদা?'

'খুব হয়েছে, হাঁদা কোথাকার! চুল্লির তাকে বসে বসে বরং মাছি মার!..'

পরের দিন বড়ো ভাইয়েরা ফের শহরে গেল আর ঝুড়ি নিয়ে ইভান গেল ব্যাঙের ছাতা তুলতে।

এল সে খোলা প্রান্তরে, ঢালাও কান্তারে, ঝুড়ি রেখে বাহাদুরের শিস দিয়ে ডাকল, পালোয়ানের হাঁক দিয়ে হাঁকল:

'সিভকা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

ছুটে আসে ঘোড়া — খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরয়, কান দিয়ে আগুন। ছুটে এসে চার পা গেঁথে ঘোড়া থামল ইভানের সামনে।

ডান কান দিয়ে ঢুকে ইভান বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হয়ে উঠল সুপুরুষ। লাফিয়ে উঠে ঘোড়া হাঁকাল রাজবাড়ির দিকে।

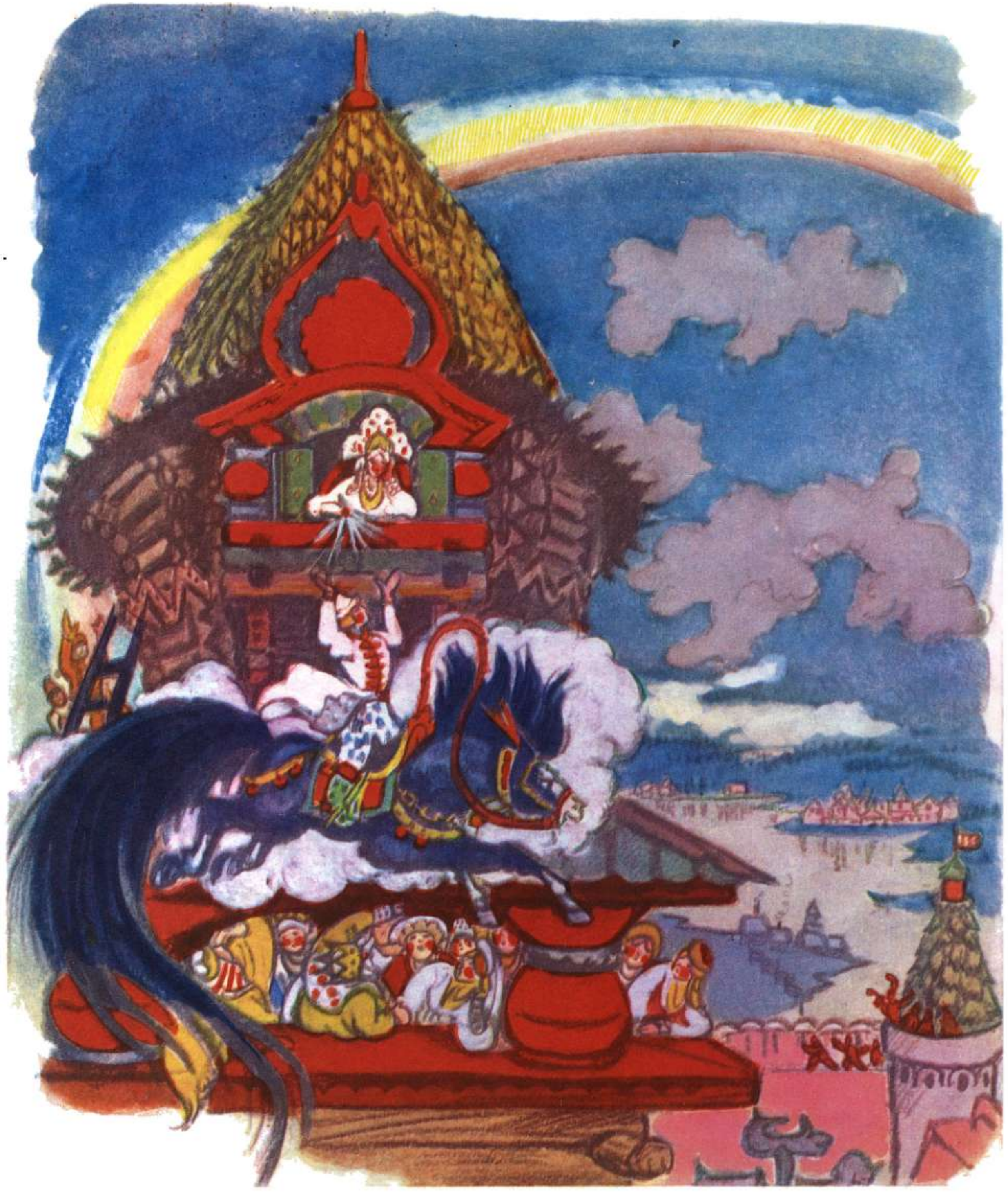

দেখে কি, চত্বরে সেদিন আগের চেয়েও বেশি লোক। সবাই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে রাজকন্যার দিকে, কিন্তু লাফাতে কেউ আর এগোয় না — ভয় পায় ঘাড় না ভাঙে।

ইভান তখন খাড়া পেটে ঘা মারলে ঘোড়ার... ডাক ছেড়ে লাফ দিল ঘোড়া — রাজকন্যার কাছে পেঁছিতে কেবল দু' থাক কাঠ বাকি রয়ে গেল।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটে চলে গেল ইভান। দেখা গেল কোত্থেকে এল, দেখা গেল না কোথায় গেল।

ইভান ততক্ষণে খোলা মাঠে। সিভকাকে ছেড়ে দিলে, বনে বনে অখাদ্য কুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা তুলে বাড়ি ফিরল। বৌদিরা চটে বলে:

'এ কী ব্যাঙের ছাতা তুলেছিস তুই, হাঁদা কোথাকার! একটা খেলেই হয়েছে আর কি!'

ইভান মুচকি হেসে চুল্লির তাকে বসে থাকে।

ভাইয়েরা বাড়ি ফিরে গল্প করে বলে:

'জানো গিন্নি, সেই বীর আবার এসেছিল! রাজকন্যার কাছ পর্যন্ত পেঁছিতে কেবল দু' থাক কাঠ বাকি ছিল।'

ইভান বলে:

'আমি নই তো, ভাই?'

'বসে থাক হাঁদা, মুখ বুঁজে থাক!..'

তৃতীয় দিন ফের ঢেঁড়া দিলে রাজা। যাবার তোড়জোড় করে ভাইয়েরা। ইভান বলে:

'না হয় একটা বদখৎ ঘোড়াই আমায় দাও ভাই: আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে!'

'ঘরে বসে থাক, হাঁদা! তোর জন্যে সবাই বড়ো পথ চেয়ে আছে আর কি!' এই বলে চলে গেল।

ইভান গেল খোলা প্রান্তরে, ঢালাও কান্তারে, বাহাদুরের শিস দিয়ে ডাকলে, পালোয়ানের হাঁক দিয়ে হাঁকলে:

'সিভকা-বুর্কা, যাদুকা লেড়কা, চেকনাই ঘোড়া, সামনে এসে দাঁড়া!'

ছুটে আসে ঘোড়া — খুরের দাপে মাটি কাঁপে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরয়, কান দিয়ে আগুন। ইভানের কাছে এসে চার পা গেঁথে দাঁড়াল ঘোড়া।

সিভকার ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে এল ইভান, হয়ে উঠল সে বীরের সেরা বীর। ঘোড়া হাঁকাল রাজবাড়ির দিকে।

উঁচু কোঠার কাছে এল ইভান, চাবুক কষলে ঘোড়ায়... আগের চেয়েও জোরের ডাক ছাড়লে সিভকা-বুর্কা, মাটিতে খুর ঠুকে লাফ দিলে — আর লাফ পেঁছিল একেবারে জানলা পর্যন্ত!

রাজকন্যার রাঙা ঠোঁটে চুমু খেল ইভান, আঙুল থেকে জড়োয়া আঙটি খসিয়ে নিল। তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে ছুটে পালাল।

সবাই অমনি হৈচৈ করে উঠল, চেঁচালে: 'ধর, ধর! পাকড়াও ওকে!' ইভান ততক্ষণে উধাও। চোখেও দেখা গেল না।

সিভকাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরল সে। এক হাতে ন্যাকড়া জড়ানো।

'কী হল তোর হাতে?' জিজ্ঞেস করে বৌদিরা।

'না, ব্যাঙের ছাতা খুঁজছিলাম, কাঁটা ফুটেছে...'

এই বলে উঠে বসল চুল্লির তাকে।

বাড়ি ফিরল ভাইয়েরা। বৌদের গল্প করে শোনাতে লাগল:

'জানো গিন্নি, সেই বীর আজ একেবারে রাজকন্যার কাছ পর্যন্ত লাফ দিয়েছে, আঙুল থেকে আঙটি খসিয়ে চুমু খেয়ে গেছে তার ঠোঁটে!'

চিমনির পেছনে বসে আছে ইভান, বলে:

'আমি নই তো, ভাই?'

'চুপ করে বসে থাক হাঁদা, বাজে বকিস না!'

ইভানের ইচ্ছে হল রাজকন্যার জড়োয়া আঙটিটা একবার দেখে।

ন্যাকড়াটা খুলতেই সারা ঘর একেবারে আলোয় আলো।

ভাইয়েরা চেঁচায়, 'দ্যাখো দিকি হাঁদার কাণ্ড, আগুন নিয়ে খেলা, থামা শিগগির! ঘরদোর জ্বালিয়ে দিবি দেখছি। বাড়ি থেকে তোকে একেবারেই বার করে না দিলে নয়!'

ইভান কোনোই উত্তর দিলে না, কেবল জড়োয়া আঙটির উপর ফের ন্যাতা জড়াল।

তিন দিন পর ফের ঢেঁড়া দিলে রাজা: 'রাজ্যে যত লোক আছে সবাই এস রাজার ভোজে, কারো বাড়িতে থাকা চলবে না। রাজার ভোজে যে আসবে না তার গর্দান যাবে!'

কী আর করে ভাইয়েরা, বোকা ইভানকেও ভোজে নিয়ে যেতে হল।

এল সবাই, নক্সী জাজিমে ঢাকা ওক কাঠের টেবিল জুড়ে বসল। খায় দায়, কথা কয়। ইভান কিন্তু এক কোণে গিয়ে চুল্লির পেছনে বসে থাকে।

রূপবতী এলেনা হেঁটে আসে, বরণ করে অতিথিদের। সুরা আর মধু এগিয়ে দেয় প্রত্যেককে আর নিজে চেয়ে চেয়ে দেখে — কার হাতে তার বিয়ের আঙটি। যার কাছে আঙটি সেই তার বর।

কিন্তু কারো হাতেই আর সে আঙটি দেখা যায় না।

সকলকেই পেরিয়ে এল রাজকন্যা, বাকি কেবল ইভান। বসে আছে সে চুল্লির পেছনে; গায়ের পোষাক ছেঁড়াখোঁড়া, এক হাতে ন্যাকড়া বাঁধা।

ভাইয়েরা চেয়ে দেখে ভাবে, 'কপাল বটে তার, রাজকন্যা যে আমাদের ইভানের জন্যেও সুরা নিয়ে চলেছে!'

ইভানকে একপাত্র সুরা দিয়ে রাজকন্যা শুধোয়:

'তোমার হাত কেন বাঁধা, কুমার?'

'ব্যাঙের ছাতা তুলতে বনে গিয়েছিলাম, হাতে কাঁটা ফুটেছে।'

'তাই নাকি, খোলা তো দেখি!'

ন্যাকড়া খুললে ইভান, হাতে তার রাজকন্যার বিয়ের আঙটি। খুশি হয়ে রাজকন্যা ইভানের হাত ধরে বাপের কাছে এল। বললে: 'বাবা, এই আমার বর!'

পরিষ্কার করে স্নান করলে ইভান, সাজ করলে, তখন আর তাকে চেনাই যায় না — একেবারে বীরের সেরা বীর।

অমনি সব কথা মিটে গেল — শুরু হয়ে গেল হাসিখুশি বিয়ের ভোজ! ছিলাম নিমন্ত্রণে, দেখেছি গোঁপে চেটে, যায় নি কিছু পেটে।

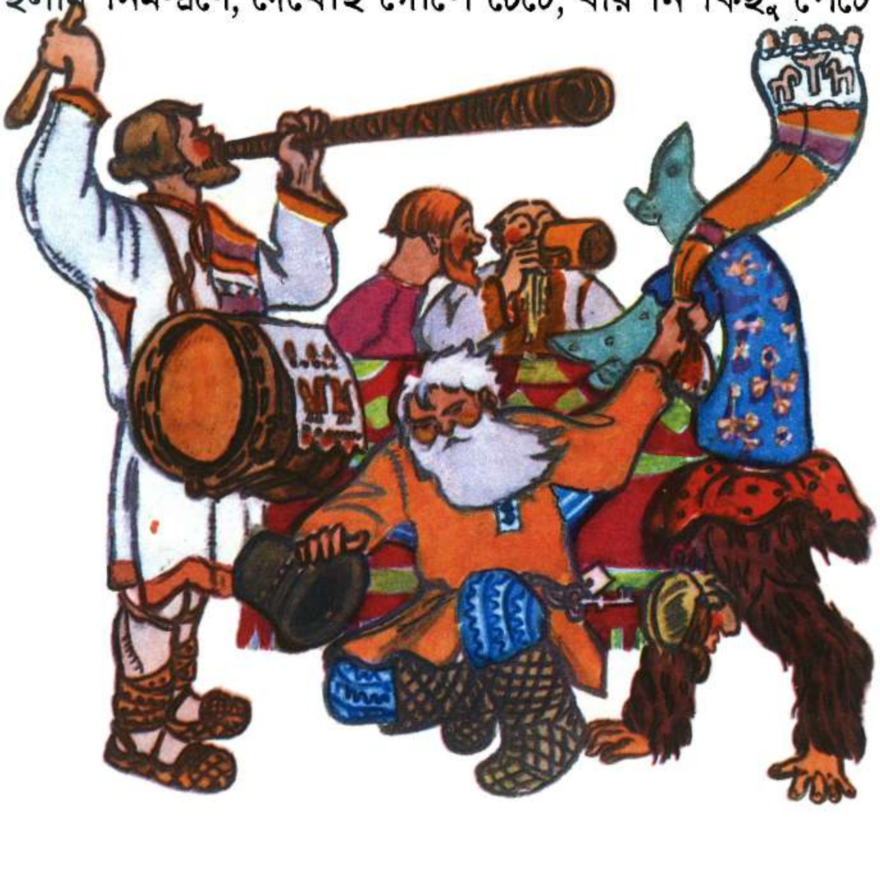

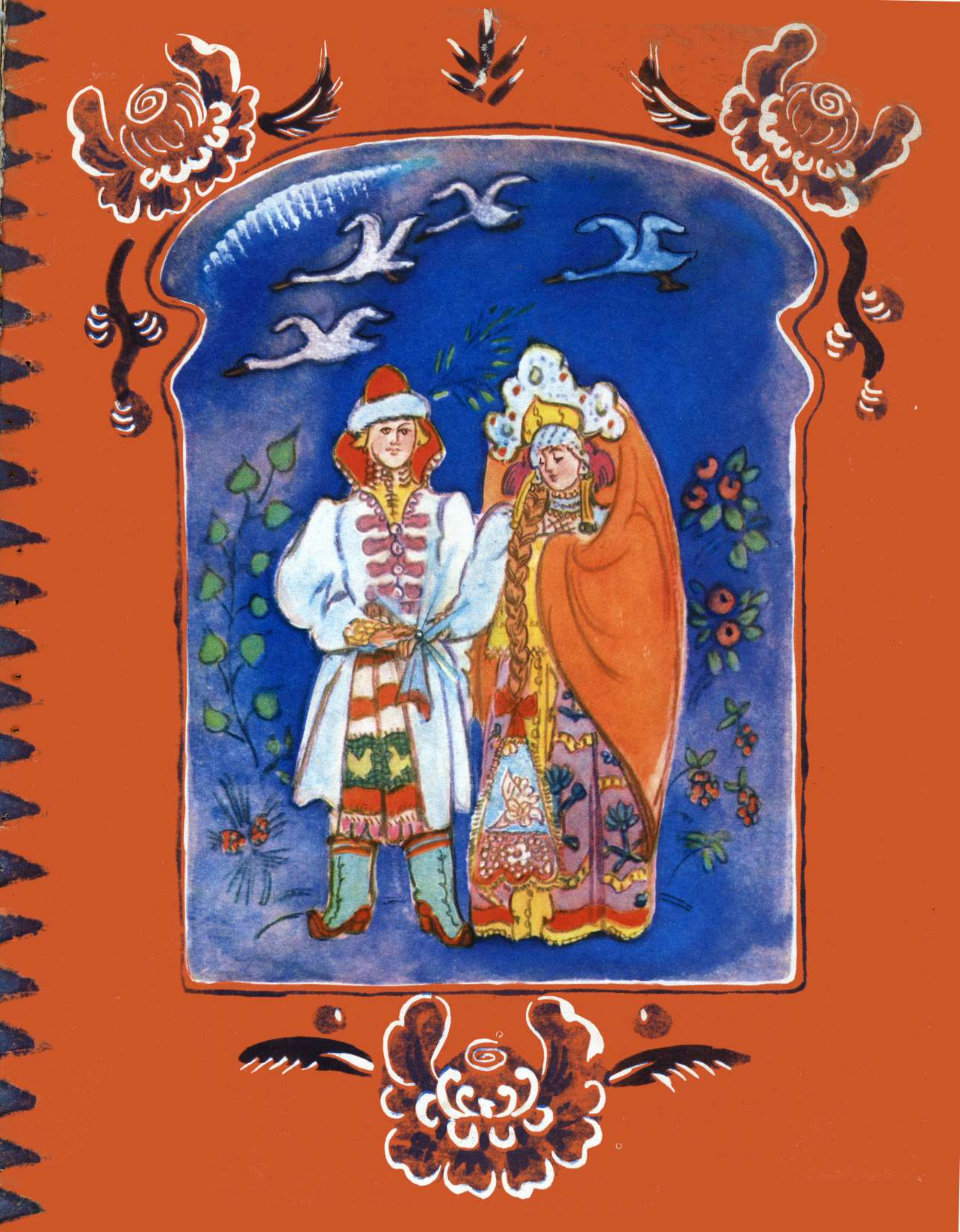

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$\frac{70802—000}{014(01)—76}$ 000—76

Сивка-Бурка
Русская народная сказка

на языке бенгали